ভালো মানুষ

চরিত্র ঃ অধীর, রহমান, জীতেন, সুরেশ, গঙ্গা, সুকু, বিশুর বৌ, বিশু, অখিলেশ

এক

মাইকে ঘোষনা ঃ আগামী ১৬ ই নভেম্বর শুক্রবার বেলা ২ টায় এই গ্রামসংসদের মিটিন এই গ্রামের বটতলাতে অনুষ্ঠিত হবে। এই মিটিনে এই গ্রামের এবং এই গ্রামের মানুষের উন্নয়ণ নিয়ে আলোচনা করা হবে ।এই গ্রামের উন্নয়ণ এই গ্রামের মানুষেরাই ঠিক করবে- কিভাবে তা করা হবে। মনে রাখবেন এই মিটিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মিটিনে সকলের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি।

পর্দা খোলার আগেই মাইকে ঘোষনা শুরু হয়ে পর্দা খোলার পর কিছুক্ষণ তা চলতে থাকে।
অধীর ঘোষের বাড়ী, কয়েকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে চা খাচ্ছে। অধীর খুব উত্তেজিত ভাবে
পায়চারী করছে হাতে চায়ের কাপ। বুক পকেটে রাখা মোবাইলটা বেজে ওঠে।

অধীর ।। কুনঠে থেক্যা কহছিস ? হাঁ কহ, কে ? বিশু? আর কে ছিল? অখিল মাষ্টার ... আর ? এক সংগে শালা কহিতে কি তোর শরম লাগছে ? কুন ভাসুর আছে তোর সতে আছে ? হাঁ, হাঁ.... সেট্যা শুন্যাইতো তোকে পাঠানু। হাঁ .... হাঁ... কহ ..কে ? হাঁ....

রহমান ।। কবে, কুনঠে মিটিন হবে সেট্যা মিটিনে ঠিক হল। ভেবেছিনু সববার যেমুন বাড়ি বাড়ি যেয়্যা সহি সাক্ষর লিয়্যা খাতা লেখে, লেখ্যা লিবে- ভারাম কর‍্যা মাইক পোচার! কী ? না সংসদ মিটিনে সব চল্যা এসো, সব হিস্যাব বুঝ্যা লাও, কি কি সুবিধ্যা কাকে কাকে দিব্যা, তুমার গায়ে কুনঠে কি করব্যা মিটিনে এস্যা ঠিক কর !

জীতেন ।। পাবলিকই যদি সব ঠিক করবে তাহিলে হামরা মেম্বার কিসের !

অধীর ।। শুন, ঐ শালা বিশু আর অখিল মাস্টারের ওপরে লজর রাখ। ....আরে হামি যা কহছি সেট্যা শুন। হাঁ ইয়ের সতে হামি কথা কহছি... শুন অ্যাসব্যার সমাতে বুদ্ধুর পানের দোকান থেক্যা হামার কথা কহ্যা একটা লিয়্যা আসবি।...হাঁ .....রাখ।
(মোবাইলে কাউকে ধরার চেষ্টা করে)

জিতেন ।। ঐ বিরোধিরঘের সতে ঐ শালারঘের ভাব কত ! হামি হলফ কর‍্যা কহিতে পারি অরঘে সতে ইয়েরঘের খুব পীরিত, ই শালা একট্যা চক্রান্ত । অধীরদাকে শালাঘের ভয় ন্যাই।

রহমান ।। ইয়ের দোষ দেখলে শুধি হবেন্যা, মিটিন ল্যাখে খাতা ল্যাখেতো সেক্রেটারী।

জিতেন ।। সেদিন মিটিনে কহছিল কে কি পেবে কুনঠে কি হবে সব ঠিক করবে পাবলিক, হামারঘের কুনো ক্ষেমতাই ন্যাই। সব শালা ঐ সেক্রেটারীর কাম।

সুরেশ ।। সেক্রেটারী আইন যা কহিবে সেটাইতো করবে, আর মাইক পোচারের লেগ্যাতো প্রধান সই কর‍্যাছে, আর সংসদ মিটিনে তোমাদের এ্যাতো ভয় কেনে ? মিটিং হলেইতো ভালো।

অধীর ।। মাস্টার, তুমার ফ্যাচ ফ্যাচ্যানি বন্ধ করতো এব্যার... মিটিন হলেইতো ভালো ! ভোট পেবে সব ? পাটি ক্ষমতায় আসবে? কুন কাজে কতো খরচা, কে কত টাকা পেয়্যাছে কাগজে কলমে সবাই যখন জানবে কি হবে ভেব্যা দেখ্যাছ? একট্যা দুটা হয় সামলা যায় । মিটিনের মধ্যে কেহু প্রতিবাদ করলে কি হবে ! মিটিনে বিডিওর লোক থাকবে। হ্যালো কে সেক্রেটারী ? হামি অধীর ঘোষ কহছি।কাকে কহ্যা মাইক পোচার হল? বিরোধিরঘের সতে লিয়্যা খুব আইন ফল্যাছেন না? হামি সেট্যা জানিন্যা, আপনার আইন হামি আপনার পাছার মধ্যা ভর‍্যা দিব? শালা দাদাগিরি না । এট্যা অধীর ঘোষের পঞ্চায়েত, এঠে হামিযা কহবো সেট্যাই হবে. । বেতন শালা বন্ধ কর‍্যা দিব। কাকে কহ্যা মিটিন ডেক্যাছেন। ক্যাল যাই হামি অফিসে এক

একটাকে মজা দেখিয়্যা ছাড়ব। একদিন হামি অফিস না গেলে বেটি ছেল্যা পেয়্যা যা ইচ্ছ্যা তাই করছেন না? বিডিও, এসডিও কি করবে.? পার্টি কার জানেনা ? ক্যাল অফিস এ আসেন তারপরে কি করছি দেখেন। হ্যালো ...হ্যালো .... কেট্যা গেল....।

সুরেশ ।। অধীর, হামি যা কহছি শুন, মাইক প্রচার হয়্যা গেলছে, এখুন তুমার মিটিন আর বন্ধ করা যেবেনা,

জিতেন ।। তেবে ?

রহমান ।। হাতে লণ্ঠন জ্বলবে !

সুরেশ ।। গাঁয়ের যারা মিটিনে কথা কহিতে পারে অরঘের হাতে করতে হবে, যাতে হামারঘের দিকে বেশি লোক কথা কহে, হামারঘে দিকে বেশী লোক হাত তুলে তার চেষ্টা করতে হবে।

রহমান ।। অধীরভাইকে নাহি সব শালা ভয় করে, গনাগুস্টি ম্যালাই, জ্যাতটি ঠিক থাকলে কুনো শালা কিছু ভয়ে কহিবেনা।

জিতেন ।। পোরধানের বুথে কিছু হবেন্যা মাননু, কিন্তু হামার বুথে ? হামি শালা সিডিল কাস্ট, ছোট জ্যাত কহ্যা এমনিতেই সিটিয়্যা থাকি ....

অধীর ।। তোকে মেম্বার কর‍্যাছিল কুন শালারে ?

জিতেন ।। পার্টি, সরকার ।

অধীর ।। তোর ভ্যাগ্য ভালো বুথটা সিডিল কাস্ট হয়্যাছিল, নাহলেতো সুকুর নমিনেশন বাধা ছিল । শালা ঢাকঢোল বাজিয়্যা খাছিলি হয়্যা গেলি মেম্বার। বুরবাক দ্যাশের বুরবাক রাজা টাকা সের খাজা টাকা সের ভাজা !

<u>মোবাইল বেজে ওঠে।</u>

অধীর ।। হ্যালো .... হ্যালো ...... যাঃ শালা কেট্যা গেল .....। শুনো হামি থাকতে কুনো চিন্তা ন্যাই।তুমরা সব যাও অ্যাজ থেক্যা নিজের নিজের বুথে নেম্যা পড়।সবকে হাতে করো, কহিব্যা যে শালা সংসদের মিটিনে হামারঘে বিরুদ্ধে যেবে তারঘে ভালো হবেনা। সব যেনে মনে রাখে হামরা ক্ষেমতাই আছি, বিরুদ্ধে গেলে জীবনে বেঁচে থাকাটাই শালা কঠিন কর‍্যা ছেড়্যা দিব ....

আলো নেভে, কিছু সময় পর আলো জ্বললে দেখা যায় জিতেন একা বসে আছে, অধীর আসে।

অধীর ।। কি হল তুই য্যাসনি ?

জিতেন ।। একটা কথা কহছিনু .....

অধীর ।। কহ্যা ফেল -

জিতেন ।। লক্ষীর ইন্দর‍্যা আবাসের টাকাটা ..

অধীর ।। দিয়্যাছি

জিতেন ।। বিশ হাজার..বাকী পাঁচ..

অধীর ।। হামার কাছে, ক্যানে?

জিতেন ।। হামারটা?

অধীর ।। পোরধান ভোটের আগে কতটি লিয়াছিলি?

জিতেন ।। দুহাজার, হামার ওঠে ১০০দিনের কামে হামাকে কিছু দাওনি, বেটাটার ব্যারাম....ডাক্তার দেখ্যাবার...

অধীর ।। ঠিক আছে, এল্লে পাসসো রাখ,সব শোধবোধ।

পাঁচশো টাকা দেয়।

জিতেন ।। পাসসো...

অধীর ।। ক্যানে বে? এ্যার থেক্যাকি তুই ঢাকঢোল বাজিয়্যা বেশী পাছিলি? হাত্তির লাদ দেখ্যা নিজের পাছা চুলক্যা কিছু হবে? হাত্তির মতুন শরীল করতে হবে, খেতে হবে,কাম করতে হবে, পোরধান ভোটে কত্ত পেস্যা খরচা করতে হয়েছে জানিস? পাটিতে কত টাকা হামাকে চাঁদা দিতে হয় খবর রাখিস? তারপরে পুজাতে ক্লাবে, কত্তজনাকে কত্ত টাকা দিতে হয়, ওগল্যা কে দিবে? সুকু তোর হয়্যা কাম করে অর পিছনে মাঝে মধ্যে কত খরচা হয়? যা যা ভাগ। নিজের বুথে যা যা কহনু সেমতুন কাম কর।

জিতেন ।। লক্ষী কহছিল...

অধির ।। কি?

জিতেন ।। সংসদে কহিবে উ বিশ হাজার পেয়াছে পাঁচহাজার নাকি হামি লিয়্যাছি।

অধীর ।। ঠিকিতো কহ্যাছে, তুই লিয়্যাইতো হামাকে দিয়্যাছিস।

জিতেন ।। গাঁয়ের সবাই হামাকে মেরয়া ফেলবে অধীরদা...হামি মর্যা যাব অধীরদা...

অধীর ।। আবে শালা হামি কি করতে আছি ! যা যা হামি ক্যাল তোর গাঁয়ে যাব সব ঠিক কর্যা দিব।

জিতেন আস্তে আস্তে চলে যায়। অধীরের বৌ গঙ্গা আসে।

গঙ্গা ।। শুননু সংসদে গোলমাল হবে, হামি ক্যাল হামার আর ভাল লাগছেনা, গোলাপগঞ্জের তাবারক হোসেন ক্যাল রিজাইন কর্যাছে, হামিও করব।

অধীর ।। উ শালা একটা হিজর্যা, পঞ্চায়েতে পোরধান হবো আর দুপেস্যা কাহুকে দিবনা, দুপেস্যা নিজে লিবনা পাটিকে দিবনা অকেতো রিজাইন করতেই হবে, ভালোমানুষী দেখ্যাছে শালা, সৎগিরি ফল্যাছে।

গঙ্গা ।। হামি তুমাকে কহ্যা দিছি হামি আর পোরধান থাকবোনা।

অধীর ।। তোর ইচ্ছ্যাতে তো সব হবেন্যা, আর কি করিস তুই? ওই সেক্রেটারী আর ইয়ে যেঠে সহি করতে কহে সেঠে শুধি সহি মারিস, আর কি কাম তোর ?সবিতো শালা হামি সামলাছি। তোকে কহ্যাছিনু হামাকে না জেন্যা কুনো মিটিং ডাকবিন্যা, সেক্রেটারীর কথামতুন মিটিন ডেক্যা দিলি!

গঙ্গা ।। হামি আর পারছিন্যা, তুমাকেতো বিডিও ডিএম মিটিনে ডাকেনা,ডাকেতো হামাকে। সব কিছু হামাকে শোধায়, হামি কিছু কহিতে পারিনা। মিটিন না করলে তো জবাবদিহি হামাকে করতে হবে।ওঠে যেব্যার তো তুমার মুরাদ

ন্যাই, পেয়াছ পঞ্চায়েতের মিটিন যেয়া যা ইচ্ছ্যা করছ। আর তার পাপ ভুগছি হামি। আন্না এসসিল, গেলবারের আগের সংসদে ইন্দিরা্যা আবাসে নাম পাশ হয়্যাছিল-

অধীর ।। পেবেনা

গঙ্গা ।। কেনে?

অধীর ।। হামি কহছি পেবেনা ব্যস পেবেনা।বাড়ীতে অর কটা ভোট আছে? একটা। একটা ছেল্যা এখনো ভোট হয়নি। অর বদলে লক্ষীকে দিয়্যাছি , অর বাড়ীতে ভোট কত্ত জানিস? ছত্তিশটা। পাটি কহিছে ভোট ব্যারহাতে হবে। আর তোকে হামি কি কহ্যাছি ! কেহু কুনো কিছু শোধ্যালে সোজা কহবি হামার কথা,যা শোধ্যাব্যার হামাকে শোধাবে। ব্যস, আর কুনো কাম ন্যাই তোর।

গঙ্গা ।। তুমার কথামতুন হামি আর কিছু করতে পারবোনা, হামি আগেই কহ্যাছিনু হামি পোরধান হোবোনা। হামাকে দিয়্যা যা ইচ্ছ্যা তাই করছ তুমি।

অধীর ।। কার লেগ্যা করছি? কার লেগ্যা ? ভেব্যা দেখ হামার বাপ গরু চরিয়্যা সংসার চাল্যাতক। এই কবচ্ছরে একটা ট্রাক, একটা ট্রেকার, মটর সাইকেল,দশবিঘ্যা আমের বাগান। ছেল্যাকে হোস্টেলে রেখ্যাছি। কার লেগ্যা, গঙ্গা বারে বারে সুযোগ আসেনা, হামি যা কহছি শুন, তুই আর হামিতো দুটা লই, একটা। গোটা পঞ্চায়েতের লোগ হামাকে, হামার জ্যাতকে ভয় করে, মাথার ওপরে পাঁচটা মার্ডার কেসের মামলা ঝুলছে। পাটি সতে আছে কহ্যা আইন সতে আছে। পাটি জানে ই গাঁয়ে হামার ক্ষেমতাই পাটির ক্ষেমতা।

<u>সুকু আসে। সুকুকে দেখে গঙ্গা ভেতরে যায়। সুকু মদের বোতল বের করে রাখে।</u>

সুকু ।। বৌদি মাংস রেধ্যা থাকলে এক পেলেট দিয়্যা যাও....

অধীর ।। অখিল মাস্টার আর বিশুর খবর কহ্য

সুকু ।। দুঝনা মিল্যা পাটি অফিস গেলছে

<u>সুকু দুটো গ্লাস আনে, মদ ঢালে, জল মেশায়।</u>

সুকু ।। শুননু পাটিকে সব কহিবে, লক্ষী সতে গেলছে

<u>অধীর মোবাইলে রিং করে।</u>

অধীর ।। হামি অধীর ঘোষ কহছি অমরদা, শুননু পাটি অফিসে অখিল মাস্টার আর বিশু গেলছে? হাঁ ..হাঁ লিয়্যাছি পাঁচ হাজার, এব্যার বিধানসভার ভোটে পাটিকে কত দিয়্যাছি? কুনঠে থেক্যা? আপনারা পাটি অফিস থেক্যা কহিবেন এতো দাও অতো দাও কুনঠে থেক্যা দিব? ই যে দেখছি রত্নাকরের পরিবারের মতুন কথা কহিছেন। যারঘের লেগ্যা করছি তারাই কহিছে শুনেন শুনেন মনে রাখবেন ই এলাকা হামার, পাটির ভোট কত বারহিয়েছি সেট্যা দেখেন, হামার পঞ্চায়েতে পাটির কত লিড ছিল আর এব্যারের বাই ইলেকশনে কত বেড়েছে? বিরোধী পাটিতে গেলে হামাকে রাজার হালে রাখবে! বেশী কিছু কহিলে আপনার পাটি করাই হামি ছেড়্যা দিব! আপনারঘে এ গাঁয়ে ঢুকাই শালা হামি বন্ধ কর‍্যা দিব।

সুকু ।। এ গাঁয়ে ঢুকাই শালা হামি বন্ধ কর‍্যা দিব-

<u>আলো নেভে</u>

দুই

বিশুর বাড়ী ।
মোটরবাইকে অধীর ও তার সাগরেদ সুকু আসে।

অধীর ঃ বিশুয়া এ্যাই বিশুয়া -

সুকু ঃ এ্যাই বিশুদা -

বৌ ঃ কে ?

অধীর ঃ বিশুয়া ন্যাই ?

বৌ ঃ না। কি কহিছেন অকে ? উ তো ন্যাই, কামে গেলছে। একটু বসেন চল্যা আসবে এখুনি।

অধীর ঃ বসলে হবে ? কহিব্যা পোরধান এসসিল । শুক্করবার তিনট্যার সমাতে বটতলাতে মিটিং আছে। সংসদ মিটিং। দুঝনা মিল্যা চল্যা যেব্যা। মিটিং এর ব্যাপারে অর সতে হামার কিছু কথা আছে ওট্যা নাহি অকেই কহব। মিটিং এর আগে যেনে হামার সতে একবার দেখা করে ।

বৌ ঃ কি কথা আছে হামাকে কহে যান হামি কহ্যা দিব ।

সুকু ঃ সেট্যা কি আর তুমাকে কহিলে হবে ?

বৌ ঃ কেনে হবেনা ?

অধীর ঃ দেখ পঞ্চায়েত থেক্যা তুমরা তো কুনোদিন কুনো কিছু পাওনি । ভাবছি তুমার নামে এব্যার একটা ইন্দির‍্যা আবাসন ঘর কর‍্যা দিব ।

বৌ ঃ কিন্তু হামাদের তো বিপিএলে নাম ন্যাই?

অধীর ঃ দরকার ন্যাই। হাজার হোক পাটির পুরানা লোক তুমরা । উসব তুমার লাগবেনা। পঁচিশ হাজার টাকা পেব্যা । তেবে অর মধ্যে থেক্যা পাঁচ হাজার টাকা হামাকে দিতে হবে। বিশুয়া কে কহ্যা দেখ যদি রাজী থাকে তাহিলে এব্যারের সংসদ মিটিং এ তুমার নামটা ঢুকিয়্যা দিব ।

বৌ ঃ আন্নার তো বিপিএল ছিল, সংসদেও পাস হয়্যাছিল শুন্যাছি, উ তো এখুনো পায়নি।

অধীর ঃ পেবেনা।

বৌ ঃ কেনে ?

সুকু ঃ অধীরদা কহিছে পেবেনা । ব্যস পেবেনা । তুমার অত জানব্যার কি আছে ?

বৌ ঃ কিন্তু পাঁচ হাজারের ব্যাপারটাযে বুঝতে পারনুনা -

অধীর ঃ দেখ হামার পিছনেতো দু চ্যারঝোনা সব সমাতে ঘুর‍্যা বেড়ায় ।তারঘের পিছনে খরচা আছে অফিসেও কিছু লাগে। পাটির চাঁদা আছে, তারপর ধর বিনা পেস্যাতেতো আর ভোটে জিত্যা আসিনি । মোটা টাকা খরচা করতে হয়্যাছে, সেট্যাতো হামাকে তুলতে হবে নাকি ?

বৌ ঃ এব্যার বুঝ্যাছি । ঘুষ ?

অধীর ঃ এট্যা ঘুষ লয় । ন্যায্য খরচা ।

বৌ ঃ খরচা ।

অধীর ঃ ব্যাংকে যেব্যা আর কড়কড়্যা কুড়ি হাজার টাকা গন্যা লিয়্যা চল্যা অ্যাসবা ।

বৌ ঃ আপনার ভাল হোক ।দেখেন না চাল দিয়্যা জল পড়ে । কবে থেক্যা অকে কহছি চালটা ছেয়্যা লাও। পেসা থাকলেতো ছায়িবে । আপনি ভাল মানুষ কহ্যা হামারঘের কথা ভেব্যাছেন। আচ্ছা দাদা একটা ছোট মোট দালান ঘর উ টাকাতে হবেতো ?

অধীর ঃ কেনে হবেনা ? একটা ঘর, সামনে বারান্দা, বারান্দায় হেঁস্যাল আর একটা পায়খানা নিশ্চিন্তে নেম্যা যেবে।

সুকু ঃ বৌদি! দালানঘরে শুব্যা, হেঁস্যালে খেব্যা, আর পায়খ্যানাতে হ্যাগব্যা ।মৌজসে থ্যাকবা ।কি কহ অধীরদা ?

বৌ ঃ ঘর করব্যার টাকা কবে পাব?

অধীর ঃ সংসদ মিটিং এ পাস হলেই ।শুধি সংসদ মিটিং এ হামি যা কহব তাতেই দুঝনা হাত তুল্যা হামাকে সমর্থন কর‍্যা যেব্যা ।

বৌ ঃ সেতো সব মিটিং এ, ভোটে সব সমাতেইতো আপনি যা কহেন হামরা সেট্যাই শুনি

অধীর ঃ না বিশুয়াকে এব্যার একটু কেমন লাগছে ।

বৌ ঃ অর কথা ছাড়ান দেন। যতই কহুক পাটিছাড়া উ কুনো কাজ করতে পারবেনা । উ কহে বুঝলি বো পাটি যদি কহে কলাগাছকে ভোট দে কলাগাছকেই ভোট দিব, যদি কহে সুর্য পশ্চিম দিকে উঠ্যাছে তেবে জানবি সুর্য পশ্চিম দিকেই উঠ্যাছে ।

অধীর ঃ এট্যা ভাল কহ্যাছ । বিশুয়াতো হামার বহু আগে থেক্যা পাটির সতে আছে। আর ওই বিশ্ব্যাসেই তো আসা। সে হামি ভালোমন্দ যাই করিন্যা কেনে পাটির লোক ভেব্যা হামাকে ঠিক সমর্থন কর‍্যা যেবে।

বৌ ঃ আপনারা একটু বসেন,আপনাদের লেগ্যা একটু চা করি।

সুকু ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ বৌদি চা কর ।তুমার হাতে কুনোদিন চা খায়নি ।

অধীর ঃ শালা যেঠে একটু খেব্যার সুযোগ পেবে পাছা সেট্যা বসবে ,এ্যই শালা উঠ -

বৌ ঃ খেয়্যা যাননা কতখুন লাগবে ?

অধীর ঃ না বৌদি ম্যালা জাঘা যেতে হবে । আর একদিন হবে ।হ্যাঁ - যেট্যা আসল কথা সেট্যাইতো কহা হয়নি।শুননু বিশুয়া এঠে ওঠে হামার নামে কিসব নাকি কহ্যা ব্যাড়াছে। ঐ অখিল মাস্টারের সতে পার্টি অফিস গেলছিল, কি সব কহ্যা এসসে। এঠে বাস করবে আর হামার সতে পাঞ্জা লড়বে ? পার্টির লোক কহ্যা এতদিন হামি কিছু কহিনি, হামি তুমাকে পঞ্চায়েত থেক্যা ঘর কর্যা দিব আর তুমি হামার পাছাতে বাঁশ দিব্যার লেগ্যা বাঁশের ঝাড়ে বস্যা রহিব্যা সেট্যাতো হবেনা । কহিব্যা ওইগল্যা যেনে বন্ধ করে। দেখ এঠে বাস কর্যা অধীর ঘোষের সঙ্গে লাগার পরিনাম কিন্তু ভাল লয়। চেতন মন্ডলেরা হামার পিছনে লেগ্যা স্বগ্গে বাস করছে। বুঝিয়্যা কহিব্যা । বুঝলে ঘর না হলে পর -স্বগ্গবাস ।এই চল সুকু -

সুকু ঃ কহিব্যা সুকুও এসসিল-

দুজনে চলে যায়। বৌ নতুন ঘরের স্বপ্নে বিভোর ।

বৌ ঃ এখ্যানে দালানঘর, এঠে বারান্দা আর এইঠে পায়খানা। আর ঔঠে পাকা তুলসীর থান ।এখ্যানে লাউ
কুমড়ার মাচান ।

<u>বিশু আসে।</u>

বিশু ঃ পারুল, এই পারুল -

<u>বৌয়ের সম্বিৎ ফেরে।</u>
বৌ ঃ অ্যাঁ ....। ....শুনো পোরধান এসসিল ।
বিশু ঃ কে ?
বৌ ঃ পোরধান -
বিশু ঃ অধীর থাকতে ফের পোরধান কেনে ?
বৌ ঃ ওইতো এসসিলগো -
বিশু ঃ কে ?
বৌ ঃ অধীর, অধীর ঘোষ...
বিশু ঃ সেই কহা। তুই যে কহছিস পোরধান ?
বৌ ঃ অকেইতো সভাই পোরধান কহে

বিশু ঃ সে কহে। বোয়ের নামে শালা নিজের নাম। কি ব্যপার কহাতো ? তুই যে খুশিতে একখিব্যারে ডগোমগো।

বৌ ঃ খুশি হোবোনা । অধীরদা কহিলে হামাদের দালানঘর হবে । শুন এই ঘরটা কিন্তু ভাঙ্গবোনা কহ্যা দিছি। এই ঘরটাতে তুমি আর হামি থাকব আর ওই ফাঁকা জাগাটাতে দালানঘর হবে, ওই ঘরে ছেল্যা পিল্যারা রহিবে। ঘরের সঙ্গে একটা বারান্দা। বারান্দার ওদিকট্যাতে হেঁস্যাল, আর ওইঠে পায়খানা। সে তুমি যতই কহ মাঠে পায়খানা করতে যাওয়াটা বড় শরমের কথা। দালানঘর, বারান্দা , হেঁস্যাল,পায়খানা -

বিশু ঃ থাম থাম। দালানঘর, বারান্দা, হেঁস্যাল, পায়খানা, কি কহছিস সব? তুই কি জেগ্যা স্বপ্ন দেখছিস?

বৌ ঃ স্বপ্ন লয়গো সত্যি ।অধীরদা কহিলে হামাদের দালানঘর হবে, সঙ্গে একটা বারান্দা আর পায়খানা -

বিশু ঃ আর কি কহিলে ?

বৌ ঃ কহিলে শুক্করবার বটতলাতে মিটিং আছে । হামাদের দুঝনাকে যেতে কহিলে আর কহিলে উ যা কহিবে তাতেই যেনে হাত তুলি।

বিশু ঃ হাত তুলি। হাত তুল্যা তুল্যা শালা হামারঘের আসল হাতট্যাইতো অবশ হয়্যা গেলছে।

বৌ ঃ সে তুমি যে কহিব্যা সে কহ অধীরদা কিন্তু হামারঘের ভালোর লেগ্যাই কহ্যাছে।

বিশু ঃ অধীর ফের দাদা হলো কবে থেক্যা ? অকে তুই কতটুকুন জানিস ? উ শালা রাক্ষসের জ্যাত, দিনে র‍্যাতে উ হাজার রাক্ষসের জন্ম দেয়।

বৌ ঃ তুমার এগল্যা কথা হামি বুঝতে পারিন্যা, হাজার রাক্ষসের জন্ম দেয়। হাত তুল্যা হামার যদি ঘর হয় ত্যাহিলে হাত তুলবোনা কেনে ? হাত তুলতে কি হামার পেস্যা খরচা হবে ?

বিশু ঃ তোকে এগল্যা বুঝতে হবেনা । বো আছিস বোয়ের মতুন থাক ।

বৌ ঃ মিটিং এ যেব্যানা ?

বিশু ঃ মিটিনেতো যেতেই হবে, ই অধিকার হামি ছাড়ব কেনে। মিটিনে হামি হামার হক, ই গাঁয়ের হক কড়ায় গন্ডায় মিটিয়া লিব। অধীর তোকে কি কহ্যাছে ?

বৌ ঃ কহিলে তুমরাতো কিছু পাওনি, এব্যার ঘর কর‍্যা দিব ।

বিশু ঃ তুই কি কহলি ?

বৌ ঃ হামি কহনু হামাদের নামতো বিপিএলে ন্যাই। শুন্যা কহিলে তুমরা পাটির পুরানা লোক ওইগল্যা লাগবেনা।

বিশু ঃ আর কি কহিলে ?

বৌ ঃ ঘর করব্যার লেগ্যা হামারঘের বিশ হাজার টাকা দিবে আর উ পাঁচহাজার লিবে ?

বিশু ঃ ঘুষ ?

বৌ ঃ না না খরচা ।

বিশু ঃ হাতে ঝাঁটা ছিলনা ?

বৌ ঃ কি?

বিশু ঃ কহছি হাতে ঝাঁটা ছিলনা?

বৌ ঃ খালি খালি তুমি অর ওপরে রাগছ ? আর পাঁচ দিয়্যা হামি যদি বিশ পায় দিবনা কেনে ?

বিশু ঃ পাঁচ দিলে বিষই পাবি । শালার উ বিষে হামারঘের লালরক্ত লিল হয়্যা যেবে বো। ওট্যা বিশ লয় বিষ।

বৌ ঃ এব্যার বুঝ্যাছি লোকটা মিছ্যা কথা কহেনি। এঠে ওঠে তুমি অর বদনাম গেহ্যা ব্যাড়্যাছ ?

বিশু ঃ বদনাম ছাড়া অধীরের কি নামটা আছে কহা দেখি ? আর হামি মানুষকে যা কহছি ঠিক কহছি।

বৌ ঃ লোকটা গায়ে পড়্যা হামারঘের উপকার করছে আর তুমি

বিশু ঃ ওট্যাই ভাব গায়ে পড়্যা কেনে তোর নামে ঘর দিব্যার কথা কহিছে ? আসলে শালা ভয় পেয়্যাছে। এব্যারে মিটিনে গাঁয়ের লোক পঞ্চায়েতের হিসাব কড়ায় গন্ডায় লিবে তারপরে ছাড়বে ।এখুন গাঁয়ে ঘুর‍্যা ঘুর‍্যা লোভ দেখিয়্যা সভাইকে শালা বশে আনছে।

বৌ ঃ আসল কথা কহিলেতো এখুন তুমি রেগ্যা যেব্যা ?

বিশু ঃ কি আসল কথা ?

বৌ ঃ না থাক।

বিশু ঃ থাকবে কেনে কহা -

বৌ ঃ অকে তুমি হিংস্যা করো।

বিশু ঃ কিসের হিংস্যা ?

বৌ ঃ এক সঙ্গে চলত্যা ফিরত্যা, উ এখুন পোরধান হয়্যাছে, বড়লোক হয়্যাছে -

বিশু ।। এই কথা তুই কহছিস? তুই? এই গাঁয়েইতো ছোট থেক্যা বড় হয়্যাছিস, সব দেখ্যাছিস, তারপরেও এই কথা কহলি? কি ছিল এই অধীর? কহা কি ছিল? দুট্যা পেস্যার লেগ্যা মানুষ খুন করতে অধীরের হাত কাঁপেনি। গাঁয়ের মা বহিনের...........। পুলিশের ভয়ে বাড়িতে থাকতোনা। নিজেকে বাঁচ্যাতে পাটিতে এস্যছিল। হামি পোরতিবাদ কর‍্যাছিনু। সেই পোরতিবাদে কাহুকে হামি সতে পাইনি। মাস্টারদাও হামার কথা শুনেনি সেদিন। সেই অধির একদিন পাটির নেতা হয়্যা গেল। পাটির নেতা। আর পাটিকে ভালোবেস্যা হামরা যারা পাটি কর‍্যাছি এতদিন তারা ওই অধীরের পিছনে। উ মিছিলের সামনে থেক্যা পথদেখ্যাছে আর কহিছে ইনকিলাব আর হামরা শালা বুরবাকের দল উ যে পথ দিয়্যা হাঁটছে সেই পথ দিয়্যা হাঁটছি আর কহছি জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!

<u>বৌ কাছে এসে মাথায় হাত রাখে। বিশু বৌয়ের দিকে তাকায় । আলো নেভে।</u>

তিন

প্রায় সন্ধ্যেবেলা।
অখিলেশের বাড়ি
<u>মোটর বাইক এসে বাইরে দাঁড়ায়, স্টার্ট বন্ধ না করেই বাড়ির বাইরে থেকে অধীর ডাকে।</u>

অধীর ।। মাষ্টারদা আছেন নাকি, মাষ্টারদা!

<u>অমলেশ ঘর থেকে বেড়িয়ে আসে, দরজার দিকে এগিয়ে যায় তারপর বলে</u>

অমল ।। কে? -
অধীর ।। তুমার বাবা আছে?
অমল ।। হ্যাঁ আছেন, ভেতরে আসুন-

<u>অধীর স্টার্ট বন্ধ করে। ঘর থেকে বেড়িয়ে আসে অখিলেশ।</u>

অখিল ।। কে রে অমু ?
অধীর ।। হামি মাস্টারদা অধীর -
অখিল ।। ও, এসো, বসো।

<u>অধীর আসে। অমল চেয়ার দেয়।</u>

অধীর ।। বসবোনা মাষ্টারদা - (<u>বাইরের উদ্দেশ্যে</u> ঃসুকু তুই একটু সুফলার ওইঠে যা, কহা -যেনে বাড়িতে থাকে, হামি আসছি।)আরো বেশ কিছু জাগা যেতে হবে মাষ্টারদা। তারপরে কেমুন আছ অমল ? কেলাবে নাটক ফাটক যাত্রা ফাতরা লাগাও । পয়সা কড়ি লাগলে কহিব্যা, জেলা পরিষদ থেক্যা যে ব্রীজট্যা মরা গঙ্গাতে হছে অর কনটাকটারকে কহে দিব যা খরচা লাগবে দিয়া দিবে।

<u>অমল কোন কথা না বলে ভেতরে চলে যায়।</u>

অধীর ।। হ্যাঁ, যার লেগে এসেছি - শুক্করবারদিন এই বুথের সংসদসভা। সভাই মিল্যা যেবেন-

অখিল ।। কিন্তু তার আগে যে তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল অধীর !

অধীর ।। কহেন-

অখিল ।। দেখ এই সংসদের যে উপসমিতি, তার একজন সদস্য আমি, অথচ একবারই মিটিং এ আমাকে ডাকা হয়েছিল, তারপরের মিটিংগুলোতেতো আমাকে ডাকাই হয়নি। আমি এই সংসদের একজন রিটায়ার্ড শিক্ষক বলেই তোমরা নিয়মরক্ষার জন্য আমাকে সদস্য হিসেবে রাখতে বাধ্য হয়েছ, নাহলেতো রাখতেই না, আর সদস্য থেকেই বা কি লাভ ! আমাকে সভায় ডাকবেনা, আমি কিছু জানবোনা অথচ আমি .... না না অধীর আমি আর এসবের মধ্যে নেই ।

অধীর ।। দ্যাখেন আপনি পাটির পুরানা লোক, যা কিছু কর্যাছি, যা কিছু হয়্যাছে এঠেকার পাটির সিদ্ধান্ত মেন্যা হয়্যাছে। গেলবার আপনি পাটির ভোটে হের্যা গেলেন। আপনার মত লিয়্যা তো আর পাটি চলবেনা, যারা দায়িত্বে আছে তারাই ঠিক করছে কি হবে কেমন কর্যা হবে।

অখিল ।। পার্টির দায়িত্বতো তুমি পেয়েছ অধীর, আমি তোমার কাছে হেরে গেছি জানি, তুমি এখানকার পার্টির নেতা, তুমি আমার বুক দিয়ে গড়া স্কুলের সেক্রেটারী হয়েছ, এখানকার সমবায় সমিতির সেক্রেটারী তুমি, এই গ্রামসমিতির সচিব তুমি, তোমার বৌ প্রধান, ... সব সব জানি। তুমিইতো এখানকার সবকিছু।

অধীর ।। দ্যাখেন প্যাঁক মেরা্যা এ্যাতো কথা কহ্যা লাভ ন্যাই, পাটির মতেই সব কিছু হয়্যাছি। শুনেন জেলা নেতৃত্ব আপনাকে ডাকতে কহ্যাছে কহ্যা আপনার কাছে হামি এসসি, ক্যাল র‍্যাতে বিজনদা ফোন করাছিল। জেলাতেতো হামার নামে কিসব কহ্যা এস্যাছেন -

অখিল ।। যা বলে এসেছি একবর্ণ মিথ্যে বলিনি

অধীর ।। সত্যি কথা কহ্যা এঠে টিক্যা থাকতে পারবেন ?

অখিল ।। সত্যি কথা বলে টিকে থাকাটা যে বড় সমস্যা এখন সেটা বুঝতে কস্ট হচ্ছেনা, তবে দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয় !

অধীর .।। ক্যানে এ্যর আগেতো দেখ্যাছেন সত্যি বল্যা পাটিভোটে আপনার কি হাল হয়্যাছে!

অখিল ।। কিছু হোক আর না হোক একটা জিনিস হয়েছে অধীর, তুমি অন্ততঃ বলছ যে আমি সত্য বলেছি। সত্যি বলার জন্যই আমার এই অবস্থা। এটাই বড় লাভ আমার।

অধীর ।। ঠিক আছে, আপনি আপনার লাভ দেখেন, হামি হামার লাভ দেখি।শুনেন সংসদ সভাতে জেলা নেতৃত্ব আপনাকে-

অখিল ।। জেলা নেতৃত্ব না বললেও আমি যাব অধীর, যেতে আমাকে হবে।

অধীর ।। না গেলেই আপনার ভাল ছিল। তা যেবেন যখুন ঠিক কর‍্যাছেন, একটা কথা শুন্যা রাখেন -মিটিনে হামি মানে পাটি - যা কহবো সমর্থন করতে হবে আপনাকে।

অখিল ।। তুমি মানে পার্টি ! সমর্থন করতে হবে ?

অধীর ।। করলে ভাল, না করলে ...। না করলেও কুনো ব্যাপার লয়।

অখিল ।। নভেম্বরের সংসদ করোনি অধীর । বাড়ি বাড়ি গিয়ে সবার সই স্বাক্ষর করিয়ে নিজের ইচ্ছেমত সব করেছ।

অধীর ।। মিছ্যা কথা। মিটিং না হয়েছেতো কি এমনি এমনি সহি স্বাক্ষর হয়েছে নাকি ?কাহারু হিম্মত আছে হামার সামনে এস্যা কহিবে মিটিন হয়নি? দ্যাখেন ওইগল্যা কথা ছাড়েন।

অখিল ।। দু বছর হলো সংসদে ইন্দিরা আবাসনের জন্য আন্নার নাম নেয়া হয়েছিল, অথচ সে তা এখনও পায়নি।

অধীর ।। এগল্যা কথা কে কহ্যাছে আপনাকে ?
আন্না ।। আন্না নিজে বলেছে । সেদিন এসেছিল । খুব কষ্টে আছে বেচারী। দুটো বাচ্চা নিয়ে বিড়ি বেঁধে কোনরকমে সংসার চালায়, ঘর বলতে একটা খড়ের একচালা, তাও একদিকটা ভেঙে পড়েছে, সবার আগে তো ওর পাওয়াটা দরকার ছিল।

অধীর ।। অর বদলে লক্ষীকে দিয়্যাছি।

অখিল ।। লক্ষীর বাড়িঘর আছে, ওর ছেলেরা সব কাজ করে, ভালোই তো আছে, তাকে আবার ....তার নাম তো সংসদে পাস হয়নি, আর তাছাড়া সেতো বিপিএল ভুক্ত নয়। কি করে সে পেল? তোমরা কিভাবে তাকে ..... ।

অধীর ।। একটা ভোট লিয়্যা পাটি কি করবে, এমনজনাকে দিব পাটির দশটা ভোট আসবে। শুনেন বাড়িতে অর আটটা ভোট, আর বাপের বাড়ির গণাগুস্টির ভোট আঠাশট্যা, সব মিল্যা সামনের এলেকশনে পাটির নিশ্চিন্ত ছত্তিশট্যা-ভোট, এট্যা ভেব্যা দেখ্যাছেন।আন্নাকে দিলে এই ভোট আসতোক ?

অখিল ।। ভোটটাই সব নয় অধীর ।

অধীর ।। পাটির কাছে ভোটটাই সব, আর সব মিছ্যা। শুনেন এদ্দিন সততা লিয়্যা পাটি কর্‍্যা কি পেয়েছেন? মাস্টার বৌদিকে ভালো ডাক্তার পর্যন্ত দেখ্যাতে পারেননি। ভালো কথা কহছি মাস্টারদা এখুনো সময় আছে হামার কথামতুন চলেন, সামনে আপনার অমলের চাকরির ব্যাপার আছে, ভবিষ্যৎ আছে। আর আপনি ভালোমতুনি জানেন এট্যা অধীর ঘোষের এরিয়্যা, এঠে হামি যা কহবো সেট্যাই হবে...... ।এঠে আপনি আর অমল থাকেন, বিপদে আপদে হামি ছাড়া কে দেখবে আপনাকে! অরুন মাস্টার, বৈদ্যনাথ ডাক্তার, কিনুকাহারের খবর তো জানেন-

অখিল ।। জানি, অরুন আর বৈদ্যনাথবাবু গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে আর কিনুকাহারের লাশ সাগরদিঘিতে....

অধীর ।। ভেব্যা দ্যাখেন- কি করবেন।

অখিল ।। তুমি কি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ অধীর।

অধীর ।। ভয় দেখাবো আপনাকে! মাথা খারাপ!

অখিল ।। স্কুলের শিক্ষক হিসেবে এখানে এসে এই গ্রামটাকে বড় ভালোবেসে এখানে থেকে গিয়েছিলাম, তোমার বাবা প্রতিদিন আমাদের দুধ দিয়ে যেতেন, শিক্ষক বলে সম্মান করতেন। তোমাকে পার্টিতে আমিই নিয়ে এসেছিলাম অধীর.........

অধীর ।। সেই কি হয়্যাছে? তখুন আপনার মতুন লোকেদের হাতে ক্ষেমতা ছিল। এখন হামারঘে মতুন লোকেদের হাতে সব ক্ষেমতা ।সব মাস্টার এখুন হামারঘে মতুন লোকেদের সম্মান দেয়, হামারঘে পিছন পিছন ঘুরে, হামরা যা বলি করে......

অমল ।। অধীরদা আপনি এখন যান।

অধীর ।। তার মানে-

অমল ।। তখন থেকে বাবাকে আপনি যা ইচ্ছে তাই বলে যাচ্ছেন-

অখিল ।। অমু তুই ঘরে যা-

অমল ।। না। কি ভেবেছেন আপনি? আর তুমি তুমি কি বাবা! একটা মোস্ট থার্ডক্লাশ লোকের সঙ্গে তখন থেকে বকে যাচ্ছ!

এই সময়ে কিছু লোকজন বাইরে এসে দাড়ায়, কি হয়েছে বোঝবার চেষ্টা করে।

অখিল ।। হামি থার্ড ক্লাশ।

অমল ।। শুধু থার্ড ক্লাশ নয় মোস্ট... মোস্ট থার্ডক্লাশ। আপনার মতো লোকের সাথে কথা বলতেও আমার ঘেন্না হয়। বাবা মহৎ মানুষ বলেই আপনার মতো লোকের সাথে কথা বলে।

অধীর ।। মাস্টারদা আপনার বেটাকে সাবধান হতে কহেন, খারাপ কিছু হয়্যা যেবে।

অমল ।। আপনারা ভালো কিছু করতে পারেন? ভালো কিছু?

অখিল ।। অমু এসব কি বলছিস, চুপ কর- (এগিয়ে গিয়ে অমুকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করে)

অমল ।। কেন চুপ করব? বল কেন চুপ করব? এরা কিনুদার মতো লোকের লাস ফেলতে পারে, অরুন স্যারের মত মাস্টারমশাই আর বৈদ্যনাথবাবুর মতো ডাক্তারবাবুকে গ্রামছাড়া করতে পারে, চাইলে এক্ষুনি আমার লাশ ফেলতে পারে। ভালো কিছু করতে পারেন? ভালো কিছু?

অধীর ।। এই শালা চুপ! একদম চুপ! *(গলা টিপে ধরে)*

অখিল ।। অধীর! কি করছটা কি!

অধীর ।। একদম চুপ কর‍্যা থাকবি-

সুকু ।। তখুন থেক্যা কি দেখ্যা যেছ? অডার দাও শালার লাশ ফেলে দিই।

অখিল ।। অধীর, অধীর, ওর হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি, দেখ ও অনেক ছোট

অধীর ।। এই শালা দেখ দেখ তোর বাপকে দেখ। শুন্যা রাখ এঠে রহিলে হামি যা কহবো সেট্যাই শ্যাস কথা। এট্যারি পোরমান দিনু। তোর বাপ পাটির পুরানা লোক কহ্যা ছেড়্যা দিনু। বেগরবাই করলে মের‍্যা লাশ গুম কর‍্যা দিব । কেহু শালা খুঁজ্যা পেবেনা। ভালো কথা কহ্যা যাছি সংসদ মিটিনে যেনে দেখতে না পাই। চল সুকু-

বাইরে যারা এতক্ষন বিষয়টা দেখছিল সরে পড়ে।
অধীর সুকু মোটর বাইক স্টার্টকরে চলে যায়।
অখিলেশ অমলেশ কেউ কিছুক্ষন কথা বলতে পারেনা, অখিলেশের চোখেমুখে আতঙ্ক।
অমলেশ তার বাবাকে জড়িয়ে কাঁদতে থাকে।আলো নেভে।

অখিলেশের বাড়ি। অনেক রাত। অখিলেশ উঠানে পায়চারী করছে।অমলেশ ঘুমোচ্ছে দেখা যায়।

বাইরে থেকে গান ভেসে আসে। অখিল এগিয়ে যায় সেদিকে।

অমলেশ হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে। মনে হবে ওর গলা কেউ যেন চেপে ধরেছে।

অমল ।। আঃ ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও।আঃ লাগছে ছেড়ে দাও..........

অখিলেশ তার কাছে ছুটে যায়।

অখিল ।। অমু, এই অমু- কি হয়েছে তোর?

অমল ।। আমাকে ছেড়ে দাও,প্লীজ ছেড়ে দাও আমাকে-

অখিল ।। আমি, আমি বাবা অমু বাবা-

(ঘরের আলো জ্বালায়, তারপর এক গ্লাশ জল এগিয়ে দেয় অমলের দিকে, অমলেশ জল খায়)

অমল ।। বাবা। বাবা ওরা আমাকে মারছিল জানো, ওই সাগরদীঘির পাড়ে নিয়ে গিয়ে আমার গলাটা চেপে ধরেছিল ওই অধীর ঘোষ, আর সুকু-সুকু একটা মস্ত ছুড়ি নিয়ে আমায় ...... আমার বুকটা যেন কেউ চেপে ধরে রেখেছে ....

অখিল ।। স্বপ্ন, স্বপ্ন দেখছিলি তুই,-

অমল ।। স্বপ্ন ? স্বপ্ন দেখছিলাম !

অখিল ।। হ্যাঁ। এব্যার একটু ঘুমো-

অমল ।। হ্যাঁ-

অখিল ।। ঘুমো-

অমল শুয়ে পড়ে, অখিলেশ পায়চারী করে। অমল একবার বিছানায় শোয়, একবার বসে পড়ে।

একসময় আলো নেভে। তারপর আলো জ্বললে দেখা যায় অখিলেশ চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছে।

অমলেশ আসে।

অমল ।। বাবা -

অখিল ।। হ্যাঁ বল -

অমল ।। কাল রাতে তুমি ঘুমোওনি বাবা?

অখিল ।। নারে, ওই ঘটনার পর কি কারো ঘুম আসে অমু!

অমল ।। ওই জঘন্য লোকটাকে তুমিই তো পার্টিতে নিয়ে এসেছিলে। পার্টির নির্দেশ মেনে শহরের চাকরী ছেড়ে এখানে স্কুলে চাকরী নিয়েছিলে- এখানে পার্টির গোড়া পত্তন করবে বলে। এই এলাকার মোজাফফর আহমেদ তুমি। আগে যখন তোমার

কাছ থেকে এসব শুনতাম একটা অন্যরকম ভালোলাগার গন্ধ পেতাম। একটা অন্যরকম তাগিদ অনুভব করতাম, একটা কিছু করতে হবে ভেবে নিজেকে তোমার জায়গায় রেখে কেমন সব সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখতাম-। .... জানো আমার ইউনির্ভার্সিটির বন্ধুরা বলে রাজনীতি মানেই ব্যবসা, ভালো মানুষ আজ আর রাজনিতিতে নেই সব বদমায়েশ মানুষের দল। জানো আমি - আমি প্রতিবাদ করতাম আমার অন্তর থেকে। কারন আমি তোমাকে দেখেছি যে.......। কিন্তু তুমিই তো সব নয় আজ। আজ অধীর ঘোষের মতো মানুষেরাই যে সব।

অখিল ।। কথাটা ঠিক নয় অমু-। অনেক মানুষই আছেন যারা দেশ আর মানুষকে ভালোবেসে রাজনীতিতে আছেন।

অমল ।। তারা হয় অথর্ব, বৃদ্ধ কিংবা তোমার মতো নিজের দলের মধ্যেই তারা কোণঠাসা। কিছু করবার শক্তি তাদের নেই।

অখিল ।। হয়ত তাই!

বিশু *আসে।*

বিশু ।। মাস্টারদা,

অখিল ।। কে ?

বিশু ।। আমি বিশু, মাস্টারদা -

অখিল ।। ও বিশু, এস এস -

বিশু ।। ক্যাল কাম থেক্যা এস্যাই সব শুননু। ক্যাল যখন অধীর ঘোষ এঠে আসে হামি ছিনুনা, থাকলে একটা কিছু ঘট্যা যেতক। গাঁয়ের সব দুর থেক্যা শুধি দেখ্যা যেবে। কুনো শালার হিম্মত ন্যাই অধীর ঘোষের সামনে এস্যা কিছু কহে। ভয়ে ডরে মরছে শালারা-। সেদিন যে আপনাকে লিয়্যা জেলার পার্টি অফিস গেলছিনু, সব কহে এস্যাছি, এট্যাই অর আসল রাগ। সংসদ সভাতে সব কথা উঠবে। ভয় দেখিয়্যা কাজ হাসিল করতে চাহিছে। হামার ওঠেও গেলছিল। দুদিন থেক্যাতো এগল্যাই কর্য্যা বেড়্যাছে ।

অখিল ।। আমি সত্যিই আজ বড় বিভ্রান্ত বিশু । মাঝে মাঝে ভাবনা হয় আমরা ভুল করছিনাতো। অধীরই বোধ হয় ঠিক, ও ঠিক নাহলে ওর পেছনে এতো মানুষ কেন। কেন ও পার্টি ভোটে জেতে? স্কুল ভোটে জিতে কেন ও আমার বুক দিয়ে গড়া স্কুলের সেক্রেটারি হয়, যে হাইস্কুলের পথটাই মাড়াইনি! রবীন্দ্রনাথকে সন্ন্যাসী বলে জানে যে অধীর সে কি করে এখানকার পার্টি সেক্রেটারি হয়। ওর দিকে এতো মানুষ কেন ও যদি এতো খারাপ হয়। বিশু, বিশু আমরা ভুল করছিনাতো!

অমল ।। তার মানে অধীর ঘোষের মত মানুষরা যা করবে আমাদের তা মেনে নিতে হবে!

অখিল ।। তাছাড়া আর কি উপায় আছে বল-

বিশু ।। মাস্টারদা ! পরশুদিন সংসদসভা। তার আগেই কিছু একটা করতে হবে। ক্যাল সাঁঝের বেলাতে গাঁয়ের সবাইকে ডাকছি। সবাই এই অন্যায়গালা বুঝতে পারছে, সবাই মিল্যা একটা কিছু করতে হবে!

আলো নেভে

ছয়

বটতলা । সন্ধ্যেবেলা ।

অখিলেশ, অমলেশ, লক্ষীকান্ত, পারুল এবং গ্রামের আরো দুচারজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে।

সবাই চুপচাপ কিছুক্ষণ। বিশু আসে।

বিশু ।। আর কেউ আসবেনা মাষ্টারদা-

অখিল ।। জানতাম এমনটাই ঘটবে। আমাদের ডাকে কেউ আসবেনা।

অমল ।। টুকি আন্না এরা যে বলেছিল আসবে?

বিশু ।। আসবেনা, এলে পঞ্চায়েত থেক্যা যা পেছিল সব বন্ধ হয়্যা যেবে-

অখিল ।। সমর, পঞ্চানন, চন্দন, হরিশ, মদন, আনন্দ এরা?

বিশু ।। অধীর ঘোষ আর পাটির ভয়ে আসতে চাহিছেনা।

অখিল ।। আমিতো সেটা গতকালই বলেছিলাম বিশু! অধীরের ভয়ে কেউ আসবেনা-

অমল ।। ওইজন্যই বলছিলাম অন্যান্য দলগুলোরও সবাইকে ডাকা দরকার।

অখিল ।। তাদের ওপর কোন ভরসা করা যায়না অমল। যাদের কোন কিছুর ঠিক নেই তাদের -

বিশু ।। মাস্টারদা চলেন জেলার পাটি অফিসে যাই সব কহ্যা আসি চলেন।

অখিল ।। না না আমি আর পার্টি অফিসে যাবনা বিশু। যা বলার এখানকার মানুষকেই বলব।পার্টির কোন মানুষটা অধীরের ব্যাপারগুলো জানেনা বলতো? বৈদ্যনাথ বাবু, আমাদের অরুন, কেন এই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে পার্টি জানেনা! কিনুকে কে বা কারা মারলো পার্টি জানেনা ভাবছো! কদিন আগে পুকুরপারে যে পাঁচটা মার্ডার হলো, সেই মার্ডারের পেছনে কার হাত তুমি ভাবছ পার্টির অজানা? পঞ্চায়েতে ও যেভাবে অবৈধ কাজগুলো করে যাচ্ছে ...... ! পার্টি সব সব জানে। পার্টিইতো ওকে এসব কাজ করার উৎসাহ যোগাচ্ছে। আমাদের কোন কথাটা পার্টি শুনেছে বলতো?

বিশু ।। মাস্টারদা আপনার কাছেইতো শিখ্যাছিনু কিছু কহার থাকলে সেট্যা পাটিতে থেক্যা পাটির কাছে কহিতে হয়।

অখিল ।। বলেছিতো কতবার, কি হয়েছে? বরং পার্টিতে অধীরের পদন্নোতি ঘটেছে। আর আমরা যারা বলেছি তাদের কাছ থেকে পার্টির দায়িত্ব কেড়ে নেয়া হয়েছে। ভয় দেখানো হয়েছে এই বলে সাইফুদ্দিনের মতো নেতার আজ কি অবস্থা হয়েছে দেখ! হারিয়ে গেছে, কেউ আর চেনেনা। তোমরা তো ছাড়। মুল স্রোতে গা ভাসিয়ে রাখতে হবে, যেদিকে টেনে নিয়ে যাবে সব কিছু ছেড়ে স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলতে হবে।

অধীর আসে। সঙ্গে সুকু সহ কয়েকজন। অখিলেশ,অমলেশ,

পারুল ছাড়া সবাই উঠে দাঁড়ায়।

অধীর ।। কি ব্যাপার মাষ্টারদা! গাঁয়ের সবাইকে ডেক্যাছেন আর হামাকে ডাকেননি। ঠিক আছে ডাকেননি   ডাকেননি, এট্যা কুনো ব্যাপার লয়

অখিল ।। তুমি এখানে?
অধীর ।। গাঁয়ের সবাই মিল্যা হামাকে পাঠ্যালে- গাঁয়ের ভিতরে মিটিন করবেন আর হামি থাকবোনা সেট্যা হয়? কি ব্যাপার তোরা এঠে? ও এ্যরঘের সঙ্গে ভিড়্যাছিস? ভাবছিস অধীর ঘোষের পাছায় বাঁশ দিবি? ওই মাষ্টার কি কর‍্যা দিতে পারবে তোরঘের? খেতে পাবিনারে শালা! মাষ্টার অর নিজের বোটাকে বাঁচ্যাতে পারেনি! কুনঠে পালাছিস? আয় এদিক কর‍্যা আয়! শালা তুই, তুই সেদিন চুরি কর‍্যা ধরা পড়্যাছিলি থানা যেয়্যা হামি শালা তোকে ছাড়িয়্যা লিয়্যা আনু। আর সেই তুই শালা মাষ্টারের সতে ! কেনে বে? মাস্টার কে কহিলে যেতক? সামনেই তো আছে কহ্যা দেখ, যেতক ছাড়াতে? কহ্যা দেখ-

অখিল ।। আমি বলছি অধীর, আমি যেতামনা-

অধীর ।। শুনলি? কহিতোক চুরি করেছিস, সাজা তোকে পেতে হবে। একটা সাইকেলের লেগ্যা সেদিন হামারঘে সুফলা অর বোটাকে মের‍্যা লাশ ঘরের চালে লটক্যা দিলে , সুফলাকে ধর‍্যা থানায় লিয়্যা গেল, রামচন্দ্র দশরথের নাবালক বেটিকে রেপ করলে, কে বাঁচালে ? এই অধীর ঘোষ! এই মাষ্টার এইগল্যা কামে যেবে? যেবেনা...। কি মাষ্টারদা? যেবেন? এ্যরঘে কহেন, আপনি যেবেন?

অখিল ।। না ! কক্ষনো না-

অধীর ।। শুন-শুন্যালে! চন্দনকে পঞ্চায়েত থেক্যা তোলা তুলব্যার কাম দিয়্যাছি, দুলাল আর কালুকে থানার হপ্তার ডিল্যার কর‍্যা দিয়্যাছি , রাণাকে জেলা পরিষদের ঠিকাদার আর উজ্জ্বলকে পাটি থেক্যা ইউনিয়নের লিডার কর‍্যা দিয়্যাছি। বীরেন সাহার গম্ভীরা গানের দলকে পাটির পোরচারে লাগলছি, সবাই দুট্যা পেস্যা কাম্যাছে। মাষ্টার কর‍্যা দিবে এইগলা কাম? সামনেইতো আছে কহ্যা দেখ-

অখিল ।। এই কাজগুলো করবার জন্যই বুঝি রাজনীতি করছ? তুমি কি করে ভাব যে আমি আমার রাজনৈতিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে এই অসৎ কাজগুলোকে সমর্থন করব? অধীর ! এসবের বিরুদ্ধে চিরদিন লড়াই করেছি, লড়াই করব-

অধীর ।। লড়াই! বেটার টুঁটি চেপ্যা ধরলে যে বাপ হামার ভয়ে চুপস্যা মরে, যে ব্যাটা ভেউ ভেউ কর‍্যা কাঁদতে বসে, স্বপ্ন দেখ্যা চেঁচায় অ্যারা করবে লড়াই ! শুনেন উ রামও ন্যাই আর সেই অযোধ্যাও হবেনা! যুগের সতে তাল মিলিয়্যা চলতে হবে। হামারঘে পাটির থেক্যা ই দ্যাশে ভাল পাটি আছে? কহেন আছে? থাকলে কহেন- হামিও উ দলে নাম লেখ্যাব। আবে যারা আছে তারা হামারঘে থেক্যা আরো খতরনাক! তাহিলে কুন ভরসায় মাষ্টারের সত ধর‍্যাছিস তোরা? কহ? ক্যানে মাষ্টারের সতে? আবে হামার গাঁয়ের অখিল মাষ্টার থেক্যা জেলার সুজন চক্রবর্তী সবকে দল থেক্যা নিষ্ক্রিয় কর‍্যা রেখ্যাছি। কলকাতার সাইফুদ্দিন থেক্যা দিল্লীর শিবনাথকে পাটি থেক্যা বাদ দিয়্যাছি। বাকী যেটি আ্যরঘের মতুন আছে সব কটাকে বাদ দিব।

অখিল ।। অধীর ! সহ্যেরতো একটা সীমা থাকে, সেই সীমা যখন কেউ অতিক্রম করে তখন কিন্তু-

অধীর ।। থামেন! আপনার ঐ বই পড়া কথাগালা এ্যরঘের পরে বুঝায়েন । হামি এঠে দুটা কথা কহব তারপরে চল্যা যাব- হাঁ যেট্যা কহছিনু হামারঘে পাটি কি কহে ? কহে গরীব মেহনতী লেখা পড়া না জানা নিপীড়িত মানুষের পাটি! বেশীরভাগ মানুষের পোরতিনিধি হামরা। বেশির ভাগ মাষ্টার আর শিক্ষিতরা উপায় না দেখ্যা অ্যাজ হামারঘে সতে আছে। অরা বুঝ্যা গেলছে হামারঘে মতুন বেশিরভাগ মানুষের সুরে সুর না মিল্যালে ভুগতে হবে। আবে তোরঘে সবারি টিকি হামি পাটির সতে বেঁধ্যা রেখ্যাছি। বেশিরভাগ মানুষ চোর ছ্যাচ্চর স্বার্থপর! আর হামি তোরঘের মতুন লেখ্যাপড়া না জানা মানুষ, তোরঘেরি মতুন চোর কহবি চোর, খুনী কহবি খুনী, হামি তোরঘেরি মতুন, তোরঘের ঘরের মানুষ, আবে ভালোমানুষ কটা আছে ? কটা? হামারঘে গাঁ খুঁজ্যা দেখ, কটা আছে? ন্যাই, ওই মাষ্টার, মাষ্টারের ব্যাটা আর বিশু বিশুর বো পারুলরানী! কটা ভোট? কি করবে উ শালারা?

বিশু ।। খুব কহলি, এব্যার যা এঠে থেক্যা-

অধীর ।। এই বিশুয়া, ই শালা হামার ল্যাংটো বেলার বন্ধু! ই শালা নিজের ভালোটা অ্যাজও বুঝলেন্যা! চ্যারবচ্ছর আগে এ্যাকে জহর রোজগারে পেমাস্টারি দিতে চেহ্যাছিনু লেয়নি, লিলে এ্যর অ্যাজ দুচ্যার বিঘ্যা জমি হয়্যা যেতক।

বিশু ।। দরকার ন্যাই হামার উ রোজগারে-

অধীর ।। পারুলরানী, তুমার দালানঘরে শুয়া আর হলোন্যা, কি করব কহো! ভেব্যাছিনু ইন্দিরা আবাস ঘর কর‍্যা দিব, হলোনা-

পারুল ।। লিবনা উ ঘর- হামি হামার ভাঙা ঘরেই শুতবো।

বিশু ।। শুন্যা রাখ- হামার কুনো টিকি ন্যাই যে কাহরি কাছে বেঁধা রেখ্যাছি, হামি কিনু কাহার লই যে লাশ ফেলবি, আর মাষ্টারদাও লই যে সব সহ্য কর‍্যা যাব। তোর ভ্যাগ্য ভাল যে সেদিন শালা হামি ছিনুনা-

অধীর ।। থাকলে কি করতিস?

বিশু ।। যা করব্যার করতুং- !কি ভেব্যাছিস তুই? যা করবি সব মেন্যা লিব?

অধীর ।। বেশী কহিলে মুখটা চিরদিনের মতুন বন্ধ কর‍্যা দিব

পারুল ।। কি করব্যা? ম্যারব্যা? মারো না মারো! - এই তুমরা কি দেখছ গাঁয়ের লোক, এই বদমানুষটা যা করবে এরকুম কর‍্যা হামারঘে সব মেন্যা লিতে হবে?

বিশু ।। ভাল কথা কহছি এঠে থেক্যা চল্যা যা - যা হব্যার ক্যাল সংসদ সভায় হবে-

অধীর ।। সংসদ সভা ! সংসদ সভা মারাছিস শালা ? আঁ ? শালা! জানটাই খতম কর‍্যা দিব। শালাকে-অ্যাজ-

কোনকিছু ভাববার আগেই অধীর বিশুর গলা চেপে ধরে, পারুল এসে ছাড়াবার চেষ্টা করে,

সুকু পিস্তল বের করে শুন্যে ফায়ার করে। একজন একটা বোমা ফাটায়।

অন্ধকার হয়ে যায় চারদিক। সুকি এসে পারুলকে জোর করে চেপে ধরে,

অধীরের সঙ্গে আসা লোকগুলো বিশুর হাত পা আর মুখটা বেঁধে দেয়।

বিশু আর পারুলকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে কোথাও নিয়ে যায়।

অধীর অমল সেদিকে গেলে অধীর তাদের আটকায়।

অধীরের সঙ্গে আসা কয়েকজন তাদের ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়।

তারা পড়ে থাকে। আলো নেভে।

আলো জ্বললে দেখা যায় পড়ে থাকা মানুষ গুলোর সামনে একটা প্রতিবাদী ছবি।
সেই প্রতিবাদী ছবিকে সামনে রেখে পড়ে থাকা বিধ্বস্ত মানুষগুলো
সর্বশক্তি সঞ্চয় করে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় ।

পর্দা পড়ে।